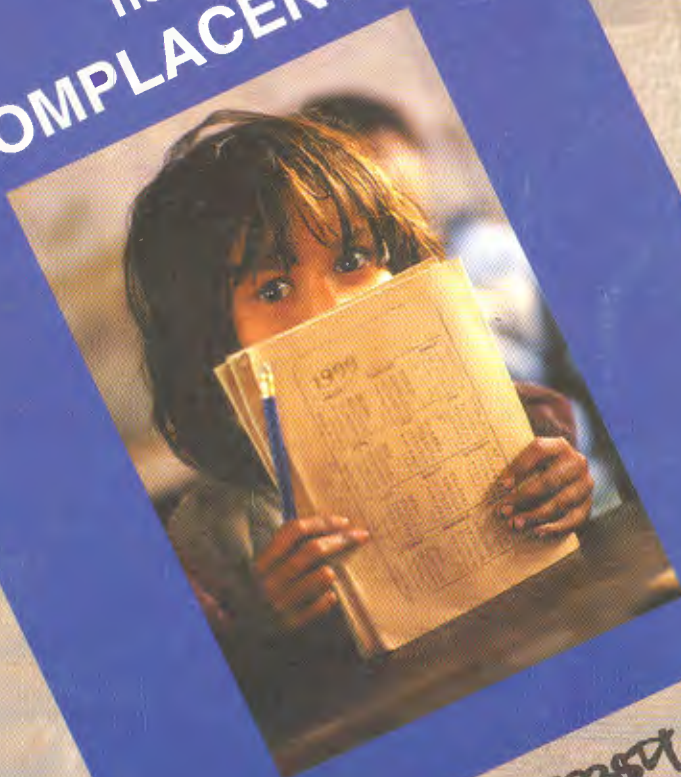


# EDUCATION WATCH 1999

HOPE  
not  
COMPLACENCY



সার সংক্ষেপ

Published by  
CAMPE  
UPL

**HOPE not COMPLACENCY**  
**State of Primary Education in Bangladesh 1999**

মূল প্রতিবেদনের বাংলা সারসংক্ষেপ

সম্পাদনায়

আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী  
রাশেদা কে চৌধুরী  
সমীর রঞ্জন নাথ

আগস্ট ১৯৯৯

**Campaign for Popular Education**  
**The University Press Limited**

## ভূমিকা

শিক্ষার সুযোগ একটি মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশ সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯০ সালের মার্চে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ ‘সবার জন্য শিক্ষা’ বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর বিশ্বব্যাপী মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়। এ সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ১৯৯০ সালে প্রণীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনেও এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে দেশব্যাপী এই আইন বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এ ছাড়াও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ, নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে এনজিওগুলোও প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতার প্রসারে বহুমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রণীত সুপারিশমালার অন্যতম ছিল শিক্ষার গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই *এডুকেশন ওয়াচ* প্রকল্পের জন্ম। শিক্ষা বিস্তারে কাজ করেছে এমন চার শতাধিক এনজিওর প্রাতিষ্ঠানিক এক্যাজেট গণসাক্ষরতা অভিযানসহ বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত। *এডুকেশন ওয়াচের* প্রথম রিপোর্ট *শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতাকে* মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষার সঠিক ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে একটি সুদৃঢ় পদ্ধতি গড়ে তুলতে *এডুকেশন ওয়াচ* অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ কর্মসূচির উদ্যোক্তারা আশা করছেন যে, প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার মানের গুণগত পরিবর্তন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যা বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখবে।

## গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রথম রিপোর্টের ক্ষেত্র হিসেবে *শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতাকে* বেছে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার *অভ্যন্তরীণ দক্ষতা* বোঝার জন্য যেসব সূচকের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলো হলো স্কুলে গমনের হার (নিট ও গ্রস), স্কুল থেকে ঝরে পড়া, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি, ছাত্র শিক্ষক অনুপাত, স্কুলের ভৌত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মান, ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, স্কুল কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্কুল পরিদর্শন।

এই গবেষণার আওতায়  
৬৪টি জেলা,  
৩১২টি গ্রাম,  
৪২,৫৪৮টি খানা এবং  
৮৮৫টি স্কুল  
জরিপ করা হয়েছে

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এগুলো হচ্ছে খানা জরিপ প্রশ্নপত্র, স্কুল জরিপ প্রশ্নপত্র এবং মৌলিক শিক্ষার মান মূল্যায়ন পত্র। সারাদেশকে আটটি এলাকায় ভাগ করে জরিপের নমুনায়ন এমন ভাবে করা হয়েছে যেন প্রতিটি এলাকার জন্য আলাদাভাবে তথ্য বিন্যাস করা সম্ভব হয়। এলাকাগুলো হচ্ছে ছয়টি গ্রামীণ বিভাগ, মেট্রোপলিটন এলাকা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অন্যান্য শহুরে এলাকা। দেশের সবকটি (৬৪টি) জেলার ৩১২টি গ্রাম এ জরিপের আওতায় এসেছে। মোট খানা জরিপ করা হয়েছে ৪২,৫৪৮টি, স্কুল জরিপ করা হয়েছে ৮৮৫টি এবং মৌলিক শিক্ষার মান যাচাই করার জন্য ১১-১২ বছর বয়সী ৩,৩৬০ জন ছেলেমেয়ে নির্বাচন করা হয়েছিল। ছয় ধরনের স্কুল উক্ত জরিপের আওতায় এসেছে। এগুলো হচ্ছে- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী (রেজিস্টার্ড ও আন-রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা সহ অন্যান্য মাদ্রাসা, ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল এবং উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

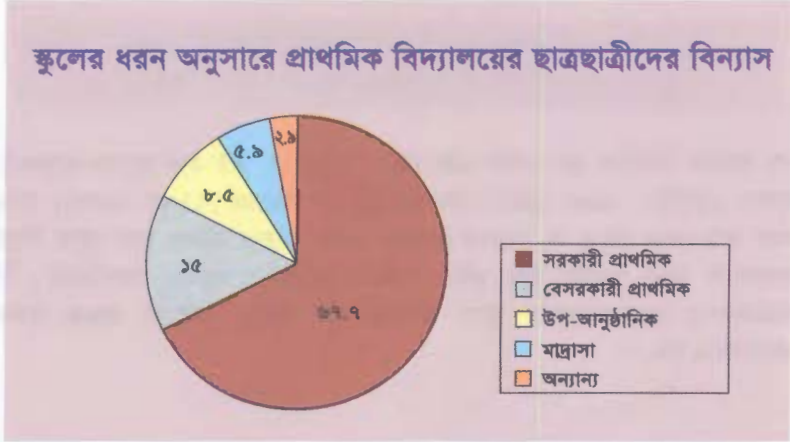
প্রাথমিক স্তরের মোট ছাত্রছাত্রীর বেশীর ভাগ  
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে

## গবেষণার প্রধান প্রধান ফলাফল

### স্কুলে গমন অবস্থা

প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের গ্রস হার হচ্ছে ১০৭ যা মেয়েদের জন্য ১০৯ এবং ছেলেদের জন্য ১০৪। এলাকা অনুযায়ী বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে এই হার খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ (১১৭) এবং মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে সর্বনিম্ন (১০১)। সবগুলো এলাকাতেই স্কুলে গমনের গ্রস হার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশী। দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের প্রায় এক তৃতীয়াংশই এসেছে উক্ত শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বয়স গ্রুপের (৬-১০ বছর) বাইরে থেকে। স্কুলের ধরন অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রাথমিক স্তরের মোট ছেলেমেয়েদের ৬৭.৭% যায় সরকার পরিচালিত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেসরকারী (রেজিস্টার্ড ও আনরেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় ১৫% এবং এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে যায় ৮.৫% ছাত্র-ছাত্রী।



অন্যদিকে স্কুলে গমনের নিট হার হচ্ছে ৭৭%। অর্থাৎ ৬-১০ বৎসর বয়সী ছেলেমেয়েদের ২৩% এখনো স্কুলের বাইরে রয়ে গেছে। স্কুলে গমনের নিট হার ছেলেদের ক্ষেত্রে ৭৫.৫% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭৮.৬% পাওয়া গেছে। যদিও স্কুলে গমনের গ্রস হার শহর এলাকার চেয়ে গ্রামীণ এলাকায় বেশী দেখা যাচ্ছে কিন্তু নিট হার পাওয়া গেছে শহর এলাকায় বেশী। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, বয়সের ব্যাপারে গ্রামীণ এলাকার স্কুল কর্তৃপক্ষের চেয়ে শহর এলাকার স্কুল কর্তৃপক্ষ বেশি যত্নবান। অবশ্য কারণ এও হতে পারে যে, শহর এলাকার পিতামাতারা সঠিক বয়সে স্কুলে পাঠাবার ব্যাপারে গ্রামীণ এলাকার পিতামাতার তুলনায় বেশী সচেতন। স্কুলে গমনের নিট হারের ক্ষেত্রে খুলনা বিভাগ সর্বাঙ্গে রয়েছে (৮২.৬%) আর সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ (৭৪%)। ছেলেমেয়েদের স্কুলে না যাবার প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে, অভিভাবকরা মনে করছেন “শিশুদের এখনো স্কুলে যাবার বয়স হয়নি” (৩৭%) এবং “টাকার অভাব” (৩১.৬%)।

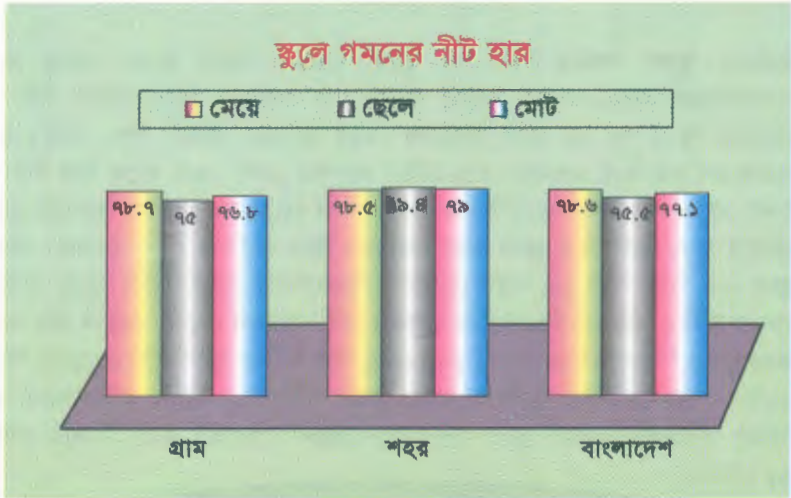
**স্কুলে ভর্তি এবং শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির ক্ষেত্রে  
ছেলে মেয়ের সমতা অর্জিত হয়েছে**

অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের সম্পর্ক রয়েছে। যেসব অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্কুলে গমনের হার বেশী। মুসলমানদের মধ্যে এই হার অমুসলমানদের তুলনায় বেশী। আবার যেসব

মা এনজিও কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত তাদের ছেলেমেয়ের স্কুলে গমনের হার একই অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যদের তুলনায় বেশী। পিতামাতার শিক্ষার সঙ্গেও ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

এনজিও কার্যক্রমে মায়েদের অংশগ্রহণ ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে

স্কুলে গমনের উল্লিখিত হার থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এই হার আগের বছরগুলোর তুলনায় বেড়েছে। ১৯৯৩ সালের তথ্যের সঙ্গে এ বছরের (১৯৯৮ সালের) তথ্যের তুলনা করে দেখা গেছে যে, আগের তুলনায় এখন মেয়েরা অধিক হারে স্কুলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে স্কুলে গমনের হার বৃদ্ধির পেছনে মেয়েদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের হার বৃদ্ধির পরিমাণ বছরে শতকরা একভাগেরও কম।



### ঝরে পড়া

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া এবং পুনরাবৃত্তির হার নিরপণের জন্য স্কুল থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন ক্লাসে গড়ে প্রতি বছর চার থেকে সাত শতাংশ ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে, অন্যদিকে একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তির হার পাওয়া গেছে চার থেকে এগার শতাংশ।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারীতে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল (অর্থাৎ ক্লাস শুরু করেছিল) একই বছরে এদের ঝরে পড়া, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ইউনেস্কো প্রবর্তিত পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গেছে ২৭% মেয়ে এবং ২৮% ছেলে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঝরে পড়ার হার মেয়েদের মধ্যে ২৬% এবং ছেলেদের মধ্যে ২৮%। উপরিউক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় আগের বছরগুলোর তুলনায় ঝরে পড়ার হার কমে এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার হার ৭২.৭%  
পুনরাবৃত্তির হার ৩৮.৪%  
পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে ছাত্রছাত্রীদের  
গড়ে ৬.৬ বছর লেগে যাচ্ছে

### শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি

এ প্রকল্পের জরিপদল যেদিন স্কুল পরিদর্শন করেছিল সেদিন গড়ে ৬২% ছাত্র-ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত দেখা গেছে। এই হার মেয়েদের মধ্যে ৬৪% এবং ছেলেদের মধ্যে ৬১%। রেজিস্টার খাতায় উল্লিখিত ছাত্রছাত্রী সংখ্যার সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনা করে দেখা গেছে মাত্র ৬৬% ছাত্রছাত্রীর বসার মত স্থান রয়েছে। যদিও গড় ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী ছাত্রছাত্রীর নাম রেজিস্টার খাতায় তালিকাভুক্ত পাওয়া গেছে, অনুপস্থিতির হার বেশী হওয়ায় তা কোন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। একেক ধরনের স্কুলে একেক ধরনের উপস্থিতির হার লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই হার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮% এবং উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে ৮১%। অন্যদিকে স্কুলে “শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য” কর্মসূচী থাকা কিংবা না থাকার উপর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির হারে কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি।

মৌলিক শিক্ষার  
মান অর্জনের ক্ষেত্রে  
মেয়েদের তুলনায়  
ছেলেরা ভাল করছে

## মৌলিক শিক্ষার মান

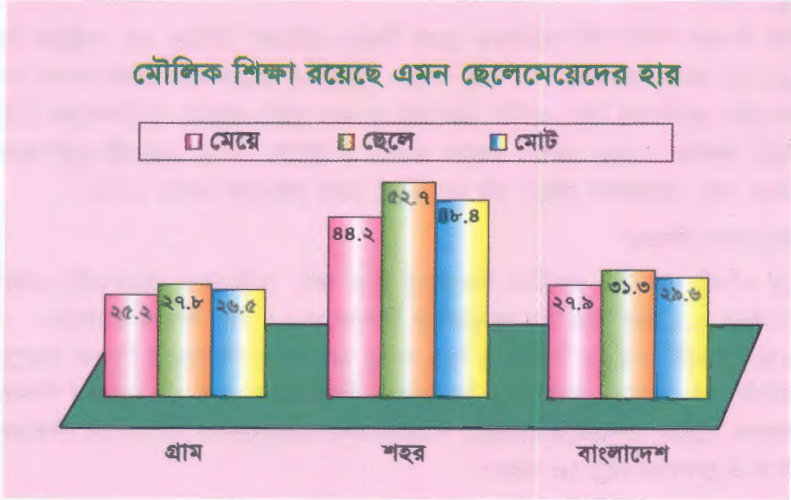
পড়তে পারা, লিখতে পারা, অংক কষতে পারা এবং সাধারণ জীবন দক্ষতার জ্ঞান এই চারটি বিষয় মিলিয়ে মৌলিক শিক্ষার ন্যূনতম স্তর স্থির করা হয়েছিল।\* ১১-১২ বছর বয়সী যেসব ছেলেমেয়েকে উল্লিখিত মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়নের আওতায় নেয়া হয়েছিল, দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ২৯.৬% মৌলিক শিক্ষার ন্যূনতম মান অর্জন করতে পেরেছে। এই মূল্যায়নে শহর এলাকার ছেলেমেয়েরা গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল করেছে। এলাকা অনুসারে বিশ্লেষণে দেখা গেছে খুলনার ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে ভাল করেছে (৩৮%) আর চট্টগ্রামের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে খারাপ করেছে (১৭%)। ১৯৯৩ সালে সংগৃহীত অনুরূপ তথ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে, মৌলিক শিক্ষার সার্বিক মানের উন্নতি ঘটেছে। তবে এবারও দেখা গেছে ১৯৯৩ সালের মত মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মান অপেক্ষাকৃত ভাল।

এক তৃতীয়াংশের কম ছেলেমেয়ে  
কিছুটা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করেছে

সাক্ষরতার অবস্থা বোঝার জন্য উপরিউক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে জীবন দক্ষতার জ্ঞান বাদে বাকী তিনটিকে নেয়া হয়েছে। দেখা গেছে ৪২.৫% ছেলেমেয়ে সাক্ষরতার ন্যূনতম মান অর্জন করতে পেরেছে। মৌলিক শিক্ষার স্তরের মতই সাক্ষরতার হারেও এলাকা অনুসারে ভিন্নতা পাওয়া গেছে, আবার ছেলে ও মেয়েদের মানের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষণীয়। যেসব ছেলেমেয়ে বর্তমানে স্কুলগামী, তাদের মৌলিক শিক্ষার স্তর অন্যদের (যেমন যারা ঝরে পড়েছে) তুলনায় অনেক বেশী। যারা বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে তাদের ৩৪% এর মৌলিক শিক্ষা রয়েছে, অন্যদিকে যারা ঝরে পড়েছে তাদের মধ্যে এই হার ১৬.৫%। ছেলেমেয়েদের কত বছরের শিক্ষা রয়েছে তার সাথে মৌলিক শিক্ষার মানের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। যারা এক বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তাদের মাত্র ৭.৫% এর মৌলিক শিক্ষা রয়েছে, যারা তিন বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তাদের ক্ষেত্রে এই হার ২০.৪%, আর যারা পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তাদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৭%। তুলনামূলকভাবে গ্রামের ছেলেমেয়েরা মৌলিক শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে শহরের

\* ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংগঠন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পদ্ধতিটির উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ছিল। কোন শিশু যদি জীবন দক্ষতা জ্ঞানের ১০টি প্রশ্নে মধ্যে ৭টির, কোন পাঠ থেকে দেয়া ৪টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টির ও ৪টি মৌখিক অংকের মধ্যে ৩টির সঠিক উত্তর দিতে পারে এবং চিঠি লিখে ভাব প্রকাশ করতে পারে তবেই তার 'মৌলিক শিক্ষা' রয়েছে বলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে নেপাল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অনেকগুলো জরিপ হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের তুলনায় এক বছর পিছিয়ে আছে। অর্থাৎ গ্রামের ছেলেমেয়েরা পাঁচ বছরে যে মান অর্জন করে, শহরের ছেলেমেয়েরা চার বছরেই সে মান অর্জন করে।



স্কুলের ধরন অনুসারেও মৌলিক শিক্ষার মানের পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। যেসব ছেলেমেয়ে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে তারা মোটামুটি ভাল করেছে। অন্যদিকে যারা সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে তাদের ফলাফল মানসম্মত নয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ মান খুবই খারাপ। তবে কিন্ডারগার্টেন ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মান মোটামুটি সন্তোষজনক।

**মৌলিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে  
গ্রামের ছেলেমেয়েরা শহরের ছেলেমেয়েদের তুলনায়  
এক বছর পিছিয়ে থাকছে**

### পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে) বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাবার কথা। দেখা গেছে, এক তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম মাসে তাদের পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে এবং ৭৫% ছাত্রছাত্রী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই পেয়ে গেছে। চার শতাংশের কিছু কম ছাত্রছাত্রী তথ্য সংগ্রহ করার সময় পর্যন্ত ঐ বৎসরের জন্য বরাদ্দকৃত বই পায়নি। যদিও পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে পাবার কথা, কিন্তু প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী বলেছে যে তাদের বই নেবার সময় টাকাপয়সা দিতে হয়েছিল। এ ছাড়াও

৮০% এর বেশী ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে স্কুলে চাঁদা প্রদান করতে হয়েছে। সাধারণ উপলক্ষগুলো হলো পরীক্ষা, বার্ষিক খেলাধুলা, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি।

### গৃহশিক্ষক

স্কুলে শিক্ষার পাশাপাশি গৃহশিক্ষক রেখে কিংবা প্রাইভেট টিউটর এর বাড়ীতে গিয়ে পড়াশোনা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাথমিক স্তরের এক পঞ্চমাংশেরও বেশী ছাত্রছাত্রীর গৃহশিক্ষক ছিল। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়ার প্রবণতা অনেক বেশী। শহরের ৪৫% ও গ্রামের ১৮% ছাত্রছাত্রী গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার ২৩% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০%।

### বিদ্যালয় শিক্ষক

গড়ে প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪.৪ জন, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩.৯ জন আর উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ১.১ জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রায় ৪০% সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন অথবা তার চেয়ে কমসংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। সরকারী সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গড়ে ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, অন্যদিকে এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ যোগ্যতা গড়ে ১০ বছর।

সরকারী এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলের  
শিক্ষকদের প্রায় সবারই মৌলিক প্রশিক্ষণ রয়েছে

দেখা গেছে, সরকারী প্রাথমিক ও এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেশীর ভাগই শিক্ষক হিসেবে মৌলিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে রেজিস্টার্ড বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মাত্র ৩২.৫%, মাদ্রাসা শিক্ষকদের মাত্র ১৭.৫% আর কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের মাত্র ১৫.৪% মৌলিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। সর্বোচ্চ অনুপস্থিতি পাওয়া গেছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানকার প্রায় এক পঞ্চমাংশ শিক্ষককে তথ্য সংগ্রহের দিন অনুপস্থিত পাওয়া গেছে। অন্যদিকে সরকারী স্কুলের ১২.৭% এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলের ৫.৩% শিক্ষক তথ্য সংগ্রহের দিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকার  
প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে

### শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী অনুপাত

শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অনুপাত একেক ধরনের স্কুলে একেক রকমের। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাতে এখনো সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে, প্রতি ৭৩ জন

ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। মাত্র ১২.৯% স্কুলে ৪০ বা তার কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিফট পদ্ধতি বিবেচনা করলে অবশ্য এ অনুপাত অনেকটা অনুকূল দেখা যায়। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী অনুপাত সন্তোষজনক।

### স্কুলের ভৌত অবস্থা

সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে প্রতিটিতে ৩.৮টি কক্ষ রয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকায় ৩.৪টি আর শহর এলাকায় ৫.৩টি। অন্যদিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে তিনটি কক্ষ এবং উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাত্র একটি কক্ষ রয়েছে।

মোটের উপর এক তৃতীয়াংশ স্কুলের ভবন পাকা। শহর এলাকায় ৫২.৬% এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৭.৩% স্কুলের ভবন পাকা। অপরপক্ষে ইংরেজী মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ৬৪% এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলের মাত্র ৫.৭% এর ভবন পাকা।

নব্বই শতাংশেরও বেশী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যুৎ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে; এক্ষেত্রে কোন কোন স্কুলের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে আবার কোন কোন স্কুলে পাশ্বেবর্তী কোন বাড়ী বা প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরিপভুক্ত অর্ধেক স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠ রয়েছে, যদিও খুব কমসংখ্যক এনজিও স্কুল অথবা কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েরা এই সুযোগ পায়।

৯০%’র বেশী স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য  
নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে

প্রায় ৬০% বা তার চেয়ে কিছু বেশী স্কুলে তথ্য সংগ্রহের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা গেছে। প্রায় অনুরূপ সংখ্যক স্কুলে ঐ দিন জাতীয় সংগীতও গাওয়া হয়েছিল। নব্বই শতাংশেরও বেশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা গেছে, অন্যদিকে মাত্র ১৫% এনজিও স্কুলে জাতীয় পতাকা লক্ষ্য করা গেছে। আবার ৭৫% এনজিও স্কুলে ঐ দিন জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাত্র এক-চতুর্থাংশ মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত গাইতে দেখা গেছে।

### স্কুল কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ (এস এম সি) এবং অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (পি টি এ)র কার্যক্রম পর্যালোচনা করে স্কুলের সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় সবগুলো সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এনজিও পরিচালিত ৭৮.৫% স্কুলেও এই পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রতিটি পরিষদে গড়ে দশ জন করে সদস্য রয়েছেন যার মধ্যে

মাত্র দুই জন মহিলা। স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এনজিও স্কুলে সবচেয়ে বেশী (৫৬.৭%) আর মাদ্রাসায় সবচেয়ে কম (মাত্র ০.২%)। ১৯৯৮ সালের প্রথম দশমাসে প্রতি স্কুলে গড়ে আটটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে গড়ে প্রতি সভায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সর্বশেষ সভা বিষয়ে সদস্যদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেল প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দেয়া রিপোর্ট কোথাও কোথাও বিশ্বাসযোগ্য নয় অর্থাৎ ওভার রিপোর্টিং হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩১.৮% ছাত্রছাত্রীর পিতা, মাতা কিংবা অন্য অভিভাবক গত এক বছরে কমপক্ষে একবার স্কুল আয়োজিত সভায় অংশ নিয়েছিলেন। এ ধরনের অংশগ্রহণের হার শহরের তুলনায় গ্রামে বেশী। স্কুলের ধরন অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের স্কুল সভায় যোগদানের হার সবচেয়ে বেশী (৬৪.৭%) এবং আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারী স্কুলের অভিভাবকদের ক্ষেত্রে এই হার সবচেয়ে কম (১৩.৫%)। সরকারী প্রাথমিক স্কুলের ২৮.৯% ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক এবং বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০.৫% ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক গত বছর স্কুলের সভায় অংশ নিয়েছিলেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ  
এনজিও স্কুলে সবচেয়ে বেশী, মাদ্রাসায় সবচেয়ে কম

### স্কুল পরিদর্শন/তত্ত্বাবধান

থানা শিক্ষা অফিসার এবং তার সহকারী মিলিতভাবে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা। থানা শিক্ষা অফিসার ১৯৯৮ সালে ৪৭% সরকারী এবং ৩০.৮% বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। আবার একই সময়ে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ৯৪% সরকারী এবং ৭৮.৭% বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে এনজিও স্কুলের পরিদর্শকগণ ৭৯.৬% স্কুল পরিদর্শন করেছেন। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সরকারী স্কুলের তুলনায় উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে গড়ে বেশীবার পরিদর্শন করা হয়েছে। অবশ্য সংখ্যার চেয়ে পরিদর্শনের গুণগত মানের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শক/তত্ত্বাবধায়করা একাডেমিক বিষয়ে কতটা সাহায্য করতে পারছেন তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। পরবর্তী কোন ওয়াচ রিপোর্টে শিক্ষার এই গুণগত দিকটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

### শিক্ষায় বিনিয়োগ

বাংলাদেশ তার জিএনপি'র মাত্র ২.৩% শিক্ষাখাতে খরচ করে যা এ অঞ্চলে সর্বনিম্ন (১৯৯৪-এর তথ্য) উদাহরণস্বরূপ ভারতে এই হার ৩.৮%। বাংলাদেশে প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ এখনো অপ্রতুল। তদুপরি বরাদ্দ টাকার ৯০% খরচ হয় শিক্ষকদের বেতন এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ; ফলে স্কুলের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকে।

স্কুল কার্যক্রমে গিতামাতার অংশগ্রহণ, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কুল পরিদর্শন,  
ছাত্রছাত্রীদের সময়মত পাঠ্যবই পাওয়া এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ  
প্রাথমিক শিক্ষার অন্যান্য সূচকে অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়

## মূল বক্তব্য

১. সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সূচকসমূহে কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের হার ১৯৯০ সালে ছিল ৯২% তা ১৯৯৮ সালে বেড়ে ১০৭% এ দাঁড়িয়েছে। সাথে সাথে স্কুলে গমনের নিট হারেও পরিবর্তন এসেছে। ১১-১২ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে গমনের নিট হার ১৯৯৩ সালে ৭৭% থেকে ১৯৯৮ সালে ৮১% হয়েছে, অর্থাৎ বছরে এক শতাংশেরও কম বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. ছাত্রছাত্রীদের একই শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির হার এখনো অনেক বেশী, যদিও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার কমে এখন ৩০% এ দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ৬.৬ বৎসর লেগে যাচ্ছে।
৩. শ্রেণীকক্ষে গড় উপস্থিতির হার এখনো অনেক কম, মাত্র ৬২%।
৪. 'মৌলিক শিক্ষা'র মান ১৯৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭% থেকে ৩০%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির এ হার বছরে এক শতাংশেরও কম। অর্থাৎ স্কুলে গমনের হার বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষার মান মন্ডুর গতিতে বাড়ছে। ১১-১২ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের 'সাক্ষরতা'র হার ১৯৯৩ সালে ৪০% থেকে ১৯৯৮ সালে ৪৩% এ উন্নীত হয়েছে।
৫. প্রাথমিক শিক্ষায় গমনোপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েদের ৭৭% স্কুলে যাচ্ছে, ৭৩% পাঠ সমাপ্ত করছে এবং তাদের ৫৭% 'মৌলিক শিক্ষা' অর্জন করছে - অর্থাৎ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়ে কিছুটা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করছে। শিক্ষার সংখ্যাগত মান বৃদ্ধির সাথে সাথে গুণগত মান আশানুরূপভাবে অর্জিত হয়নি।

৬. সাম্প্রতিককালে যা অর্জিত হয়েছে তার সিংহভাগই হয়েছে মেয়েদের কল্যাণে, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় দ্রুত এগিয়েছে। স্কুলে গমন এবং শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন বৈষম্য খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে এলাকা অনুসারে এখনো পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকার ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে রয়েছে।
৭. পিতামাতার শিক্ষা এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গরীব ও পশ্চাৎপদ পরিবারের মধ্যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না, ঝরে পড়ে এবং কম মান অর্জন করে, তারা মূলত আর্থসামাজিকভাবে অনুন্নত পরিবার থেকেই এসেছে।
৮. স্কুল কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কুল পরিদর্শন, ছাত্রছাত্রীদের সময়মত পাঠ্যপুস্তক পাওয়া এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আগের বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা সাফল্য এসেছে। তবে স্কুল কার্যক্রমে জনগণের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এখনো অনেক কাজ করা প্রয়োজন।
৯. শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো অত্যাবশ্যিক। এই অতিরিক্ত বিনিয়োগ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম তদারকী এবং পাঠ্যপুস্তকের মান বৃদ্ধি সহ সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করতে হবে।
১০. এ শতক শেষ হবার আগেই ৮০% ছেলেমেয়েকে 'মৌলিক শিক্ষা' দিতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। মৌলিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির গতির সঙ্গে তাল রেখে এ লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর অনেক দেশই আমাদের চেয়ে দ্রুততম সময়ে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে। আমরাও তা করতে পারি যদি আমাদের থাকে যথাযথ অঙ্গীকার এবং সর্বস্তরে সক্রিয় ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ।

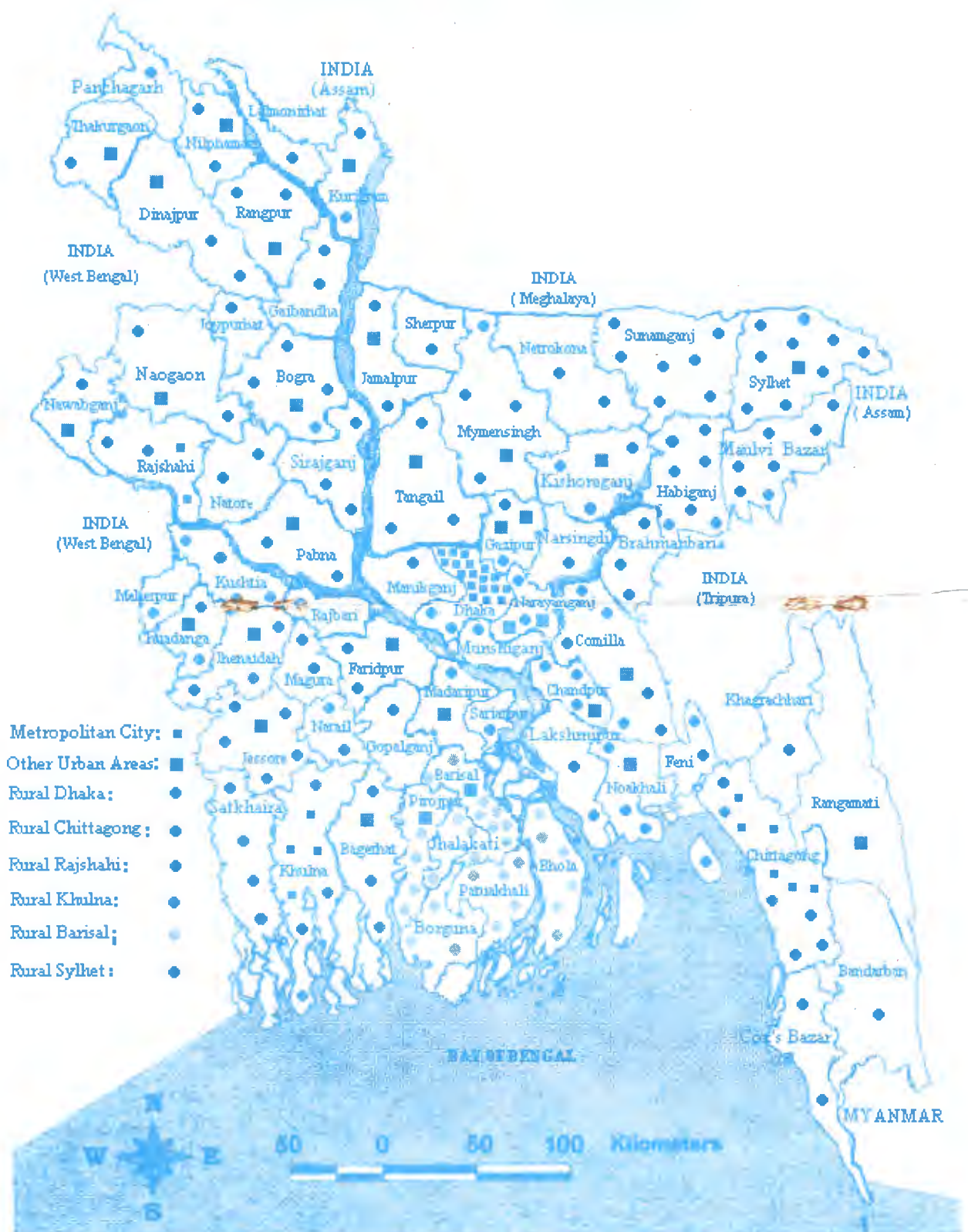
পৃথিবীর অনেক দেশই  
আমাদের চেয়ে দ্রুততম সময়ে  
শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করেছে।  
কেন পারবে না  
বাংলাদেশ?

## প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন

ফজলে হাসান আবেদ  
আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ  
মোজাফ্ফর আহমদ  
কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ  
মনজুর আহমেদ  
কাজী সালেহ্ আহমেদ  
যেহিন আহমেদ  
মাহমুদুল আলম  
মিলিয়া আলী  
মাহফুজ আনাম  
আব্বাস ভূইয়া  
রাশেদা কে চৌধুরী  
আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী  
নাজমা চৌধুরী  
আ. ন. ম. ইউসুফ  
এম. এ. গফুর

নাজমুল হক  
ফ. র. মাহমুদ হাসান  
হেদায়েত হোসেন  
দেলোয়ার হোসেন  
নূরুল ইসলাম  
রওশন জাহান  
এ. কে. জালালুদ্দিন  
জেমস্ জেনিংস  
আনসার আলী খান  
আবু হামিদ লতিফ  
সমীর রঞ্জন নাথ  
জওশন আরা রহমান  
কাজী ফজলুর রহমান  
সিদ্দিকুর রহমান  
এ. এন. রাশেদা  
রেহমান সোবহান

Map showing the location of sample spots



# EDUCATION WATCH 1999

HOPE  
not  
COMPLACENCY



*Overview*

Published by  
CAMPE  
UPL

# **HOPE not COMPLACENCY**

**State of Primary Education in Bangladesh 1999**

## **Overview of the Main Report**

### ***Editors***

A Mushtaque R Chowdhury  
Rasheda K Choudhury  
Samir R Nath

**August 1999**

**Campaign for Popular Education  
The University Press Limited**

## Introduction

Access to education is a basic human right. Following the World Conference on Education for All (EFA) held in Jomtien, Thailand in March, 1990, many activities in the field of basic education were initiated all over the world. Bangladesh which is committed to providing basic education to all its citizens and as a signatory to the World Declaration on Education for All, prepared a Plan of Action for implementation of the EFA goals. There were many other initiatives which included enactment of the Compulsory Primary Education Act of 1990, implementation of the Act all over Bangladesh in 1993, creation of a separate Primary and Mass Education Division (PMED) in 1995, creation of a Directorate for Non-formal Education, introduction of Food for Education programme, free distribution of textbooks amongst primary school students, and special emphasis on girls education. Keeping in line with national goals and plans, many non-government organisations (NGOs) also initiated a number of varied activities in the field of education, including primary, basic education and literacy.

In 1996, some organisations and civil society representatives, concerned with the state of primary education in the country, got together and organised a Conference on Universal Primary Education (UPE) in Bangladesh. The Conference, in one of its many recommendations, called for the creation of a mechanism to follow up on the Conference recommendations. In response, the Campaign for Popular Education (CAMPE), a coalition of more than 400 NGOs involved in primary and non-formal education, in co-operation with concerned individuals and organisations, spearheaded the *Education Watch* Project. The first report of the *Education Watch* has chosen *internal efficiency* as its focus. The *Education Watch* is committed to creating more transparency in the primary education system so that an authentic and more credible assessment of progress can be made and the findings used for pragmatic interventions by policy planners, NGOs, aid partners and other stakeholders. The following is a summary of the information contained in the main report.

## Methodology

This first Watch report contains information on the *internal efficiency* of primary education in Bangladesh. The areas

covered under the study included: enrollment, dropout, attendance, learning achievement, physical facilities, teachers training, community participation, supervision, and supply of books.

The study covered  
64 districts,  
312 villages,  
42,548 households  
& 885 schools

Three instruments were used to collect data, viz., a household level questionnaire, a school level checklist and a child level instrument for assessing learning achievements. The sample design envisaged selection of samples from eight strata thus allowing separate estimates for each. The strata considered were six rural divisions, the metropolitan cities and the non-metropolitan urban areas. The survey, done in 312 villages from all 64 districts, visited a total of 42,548 households for the household survey, 885 schools for the schools survey and 3,360 children aged 11-12 years for assessing learning achievements. Six different types of schools were identified: government primary; non-government primary (registered and un-registered); non-formal primary; Ebtedayee and other madrassas; English medium kindergarten; and primary schools attached to secondary schools. Data were collected in the months of October and November 1998.

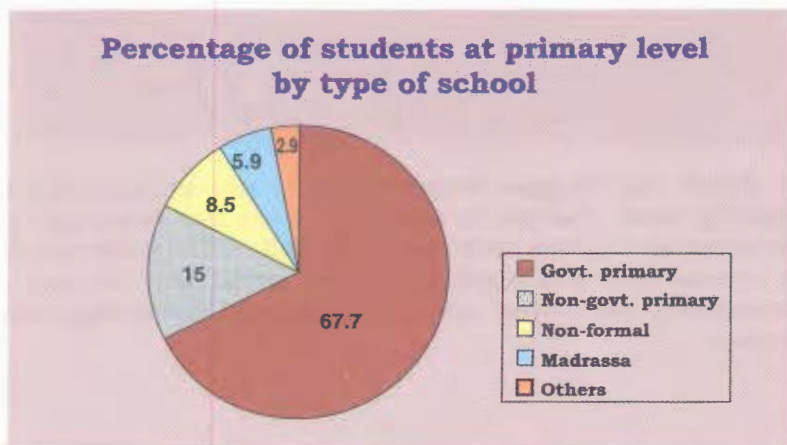
The government-run primary schools is dominant in terms of number of students

## Major findings

### *Enrollment*

Weighted national gross enrollment ratio at the primary level was found to be 107; the ratio for girls was higher at 109 compared to boys 104. Strata-wise, rural Khulna had the highest with 117 and the Metropolitan cities the lowest with 101. Girls were consistently ahead of boys in all strata. Further analysis of the gross enrollment information showed that a

third of all students enrolled in primary classes came from outside the primary age group (6-10 years). Primary schools run by the government were found to be dominant in terms of number of students enrolled; 67.7% of all students belonged to such schools. The non-government schools (registered and un-registered) came a distant second with 15% students and the NGO schools third with 8.5% students.



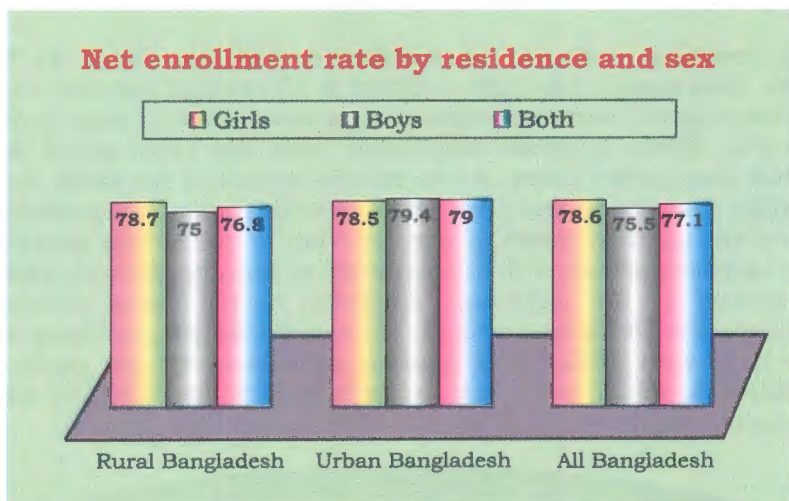
The weighted national net enrollment rate was found to be 77%. This means that 23% children 6-10 years of age were not enrolled at all. Girls' enrollment was more (78.6%) than boys' (75.5%). While in gross enrollment ratio the rural areas did better than urban areas, it was reverse in case of net rates; this implies that the school authorities in urban areas are probably more stringent in terms of age criterion or the urban parents are more conscious of the importance of sending their children to school at the right age, or both. In net rates, Khulna continued with its lead with 82.6% and Chittagong bringing up the rear with 74%. Major reasons mentioned for not sending children to school were, "too young to go to school" (36.9%) and "scarcity of money" (31.6%).

**In terms of enrollment and  
attendance, gender parity has been  
achieved at the primary level**

The study also confirmed the importance of parents' socio-economic status in enrollment. Those children of parents belonging to better socio-economic status were enrolled than of those who were worse off. Religion-wise, Muslims had significantly higher rates of enrollment. Mothers' involvement with NGO activities seemed to have positively affected enrollment.

Mothers' involvement with  
NGO activities seemed to have  
positively affected enrollment

The above data suggest improvement in our performance in attracting more children to schools. This is also borne out by comparing the figures between 1993 and 1998; interestingly, *the improvement was restricted to girls alone*, and the rate of improvement was rather slow, less than one percentage point per year.



### ***Dropout***

Information collected from schools has been used to calculate dropout and repeater rates in the primary school classes. On average, for various classes the dropout rates varied from four to seven percents and repeater rates from four to eleven percents. Considering the students enrolled in the schools at the beginning of 1997 as a 'synthetic' cohort and following them to the time of the present survey (end 1998), the total primary school dropout rate was estimated to be 26.6% for girls and 28.0% for the boys. For formal primary schools (government and registered non-government) only, the dropout rates were 26.2% for girls and 28.4% for boys, which means that the dropout has indeed decreased over the past few years.

Completion rate 72.7%

Repeaters rate 38.4%

On average 6.6 years needed to complete  
5-year cycle of primary education

### ***Attendance***

Sixty two percent students were in schools on the day of visit by the survey team (girls 64%, boys 61%). When the number of students in the school register was compared with the actual capacity in the respective school, the schools had capacities to accommodate up to 66% of the enrolled students. This did not pose any problem, however, because of absenteeism. There were also wide variations among different types of schools in attendance rates. However, there was no such difference found between the schools served by the food-for education (FFE) programme and non-FFE schools.

In terms of learning achievements  
girls do not achieve as much as boys

## ***Learning achievement***

Of the children aged 11-12 years who were tested on the 'Assessment of Basic Competency' (ABC),<sup>1</sup> 29.6% satisfied the minimum levels in all four competency areas, viz., reading, writing, numeracy and life skills/knowledge. The ABC result shows significant improvements since the last time the ABC was conducted on a national scale in 1993. Following the same trend as 1993, boys did better than girls. Urban children (48.4%) did significantly better than rural children (26.5%). Strata-wise, the children of Khulna division did the best (38.1%) and Chittagong the worst (17.3%).

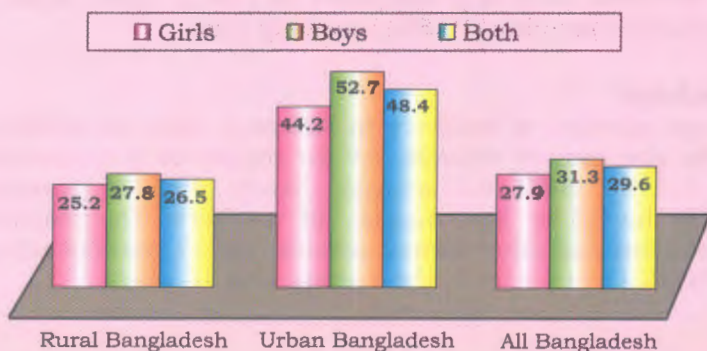
**Less than a third of children  
leave primary school age with  
some meaningful learning**

Achievement in terms of 'literacy' (ABC minus the life skills part) was also computed. A higher proportion (42.5%) passed the 'literacy' test. Gender and strata-wise difference as observed in the case of ABC also persisted here. A statistically significant positive relationship existed between schooling and basic educational achievement of children, with currently enrolled children achieving better than the dropped out or never-enrolled children. Among currently enrolled children the level of basic education was 34.2%, and 16.5% in case of dropped out children. The level of basic educational achievement increased progressively with years of schooling. The level was 7.5% for children completing one year, 20.8% completing three years and 56.9% for those completing five years. It was observed that the rural children lagged behind their urban counterparts by one academic year.

---

<sup>1</sup> This methodology was developed in 1992 in Bangladesh. Individuals from government and non-government organizations and research institutions were associated in the development of the methodology. A child was considered to have 'basic education' if he/she satisfied the following criteria: a) answering 'correctly' at least seven of the ten life skills questions; b) answering 'correctly' at least three of the four questions from the reading comprehension passage; c) 'correctly' communicating a given message through a letter; and d) answering 'correctly' at least three of the four mental arithmetic questions. The methodology has been widely used in Nepal, Pakistan and Bangladesh.

### Percentage of children having 'basic education' by residence and sex



The level of basic education varied according to school type; the students from NGO schools performed moderately and the government and registered (or un-registered) non-government students' performance was unsatisfactory. Students from Ebtedayee madrassas performed very poorly but the performance of children attending secondary-attached schools and kindergartens was quite good.

The rural children lagged behind their urban counterparts by one academic year

### ***Distribution of textbooks***

A third of the students received the textbooks by the first month of the school year, and over 75% received it by February. Less than four percent never received textbooks. When asked whether they needed to pay any money to receive the textbooks, nearly half reported in the affirmative. Over 80% paid some fees to schools for events such as examination, games, and milad (Government primary 15.7%, NGO schools 59% and Ebtedayee madrassa 17.6%).

### ***Private tutors***

Students receiving help from private tutors varied widely between urban and rural areas. In urban Bangladesh, nearly 45% received such help compared to 18% in rural areas, with boys (22%) than girls (19.8%) receiving this.

### ***Teachers***

Average number of teachers in different types of schools was 4.4 for government schools, 3.9 for registered non-government and 1.1 for NGO-run schools. Nearly 40% of government schools had 3 or less number of teachers. The teachers in government and other formal schools had 12 years of schooling but for NGO-run schools the average was 10 years.

**Overwhelming majority of  
government and NGO-run school  
teachers had basic training**

Information on training of teachers revealed that an overwhelming majority of government and NGO-run school teachers had basic training; in contrast, only 32.5% of registered and un-registered non-government schools, 17.5% of madrassas and 15.8% of English medium Kindergarten teachers had their basic training.

Absenteeism of teachers was less a problem than previously thought. The highest absenteeism of over 20% happened in registered and un-registered non-government schools; the absenteeism of teachers was less in government (12.7%) and the least in NGO-run schools (5.3%).

**Absenteeism  
of teachers  
was less a  
problem than  
previously  
thought**

### ***Teacher-student ratio***

In government schools, which are the most dominant type, there were 73 students per teacher. Percent of schools where there were 40 or less students per teacher was only 12.9%. The non-formal and kindergarten schools had the most satisfactory teacher-student ratio.

### ***Physical facilities***

The government-run primary schools had 3.8 rooms per school, 3.4 for rural and 5.3 for urban areas. Number of rooms for registered and un-registered non-governmental school was three and the same for NGO-run schools was one. Over a third of the school buildings were made of bricks (52.6% in urban vs. 27.3% in rural areas; 46.6% in Chittagong division vs. 17% in Dhaka and Sylhet divisions; 64% in English medium schools vs. 5.7% in NGO schools).

Over 90% schools had their safe drinking water facilities within their premises or in nearby accessible places; half of the schools had those in their own premises. Half of the schools also had their own playgrounds; very few NGO-run and English medium schools had playgrounds.

Over 90% schools had their safe drinking water facilities within their premises or in nearby accessible places

Approximately 60% or over of the schools hoisted the national flag and also sang the national anthem. More than 90% government primary schools hoisted the national flag compared to only 15% in NGO schools. While over 75% of the NGO schools sang the national anthem, less than a quarter of the Madrassas did so.

### ***Community participation***

Community participation was assessed by evaluating the activities of the School Management Committee (SMC) and Parent Teacher Association (PTA). Almost all government and non-government (registered) primary schools and madrassas had SMC. Also, 78.5% of the NGO schools had SMC. The average size of SMC was 10 and only two of them were women;

women's representation was highest in NGO schools (56.7%) and lowest in madrassas (0.2%). On average, 8 meetings of SMCs were held in 1998 and three-quarters of the members were reportedly present in such meetings. Further probe on these information suggested that the information on SMC meetings as supplied by schools should be taken with a grain of salt.

**Women's representation  
in SMC was highest in NGO schools  
and lowest in madrassas**

### ***Supervision***

The Thana Education Officers (TEOs) visited 47% of the government and 30.8% of the registered non-government schools during 1998; the ATEOs visited 94% and 78.7% schools respectively. On the other hand, the NGO supervisors visited 79.6% of their schools. It was observed that the mean number of visit by the respective education authority was much higher in NGO schools than the formal schools. In this case what is more important is the quality of the supervision or what is being done at the time of supervision. Future Watch report should explore such qualitative aspects of primary education.

**Parental participation, supervision by higher  
authorities, timely receipt of textbooks, training of  
teachers and other indicators show improved  
performances**

### ***Investment in education***

The country spends 2.3% of its GNP on education which is far too short of what other countries in the region spend (compared to India's 3.8%, 1994 estimates). The allocation in primary education is also very little, and 90% of the allocations are spent in meeting salaries and allowances leaving only a negligible amount for supervision, training and curriculum development.

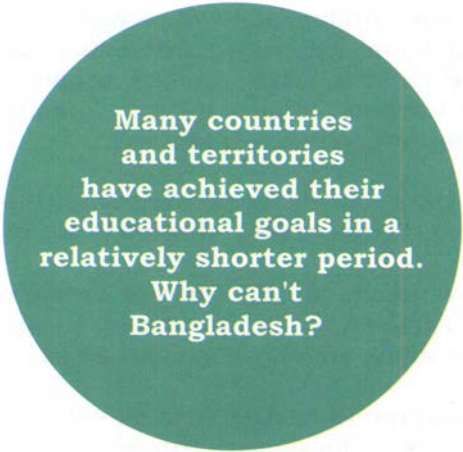
## Major conclusions

1. There has been improvements in various internal efficiency indicators of primary education in recent past. Gross enrollment ratio has increased from 92% in early 1990's to 107% in 1998. Concomitantly, a modest increase in net rates is also indicated. Enrollment among children 11-12 years of age increased from 77% in 1993 to 81% in 1998, less than one percent per year.
2. Primary cycle dropout rate has been reduced to about 30 percent but repeater rates are still high (38%). On average, a child needs 6.6 years to complete the 5 year primary cycle.
3. Attendance rate is still low at less than 62%.
4. Achievement level has improved since 1993 (from 27% to 30%) but at a slow speed (less than one percent per year; slower than increase in enrollment rate over the same period). Literacy rate among children 11-12 years increased from 40% in 1993 to 43% in 1998.
5. With 77% net enrollment, 73% completing primary level and 57% of them achieving 'basic education', less than a third of the children leave primary school age with some meaningful learning; Improvement in 'quality' has not kept pace with improvements in 'quantity'.
6. The gains have mostly been experienced by girls alone. There is no more gender disparity in enrollment and attendance.  
There are variations among different divisions and between urban and rural areas. In net enrollment and achievement rates, urban areas are ahead of rural areas.
7. Parental background continues to play an important role in enrollment and achievement. However, poor and socially backward families tend to send their girls to school more than their boys. The children who are not enrolled, who dropout or who perform poorly belong mostly to socio-economically disadvantaged groups.
8. Parental participation, supervision by higher authorities,

timely receipt of textbooks, training of teachers and other indicators show improved performances.

There is still considerable room for improvement in areas of community participation and management systems.

9. Investment in primary education needs to be increased, and much of this extra resource should be channelled to improve the efficiency of the system through improved supervision, effective training and appropriate curriculum development.
10. The country is committed to impart basic education to 80 percent of its children by the turn of the century. The goal needs to be revisited in view of the speed at which improvements are taking place. Many countries have done it in a relatively short period and we can do it too with right policies and firm commitments, and active participation of all stakeholders.



**Many countries  
and territories  
have achieved their  
educational goals in a  
relatively shorter period.  
Why can't  
Bangladesh?**

## The Contributors

Mr. F. H. Abed<sup>1</sup>  
Dr. Abu Ahmed Abdullah<sup>1</sup>  
Prof. Muzaffer Ahmad<sup>3</sup>  
Dr. Q. K. Ahmad<sup>1</sup>  
Dr. Manzoor Ahmed<sup>1</sup>  
Prof. Kazi Saleh Ahmed<sup>3</sup>  
Mr. Zahin Ahmed<sup>2</sup>  
Dr. Mahmudul Alam<sup>2, 4</sup>  
Ms. Milia Ali<sup>1</sup>  
Mr. Mahfuz Anam<sup>1</sup>  
Dr. Abbas Bhuiya<sup>2</sup>  
Ms. Rasheda K. Choudhury<sup>1, 2</sup>  
Dr. A. M. R. Chowdhury<sup>1, 2, 4</sup>  
Dr. Nazma Chowdhury<sup>1</sup>  
Mr. A. N. M. Eusuf<sup>1, 3</sup>  
Dr. M. A. Gafur<sup>2</sup>

Mr. Nazmul Haq<sup>2</sup>  
Dr. F. R. Mahmud Hasan<sup>1</sup>  
Dr. Hedayet Husain<sup>4</sup>  
Dr. Delwar Hossain<sup>3</sup>  
Mr. Nurul Islam<sup>1</sup>  
Ms. Roushan Jahan<sup>2</sup>  
Dr. A. K. Jalaluddin<sup>1, 3</sup>  
Dr. James Jennings<sup>3</sup>  
Dr. Ansar Ali Khan<sup>1</sup>  
Dr. Abu Hamid Latif<sup>2</sup>  
Mr. Samir R. Nath<sup>4</sup>  
Ms. Joushan Ara Rahman<sup>1</sup>  
Mr. Kazi Fazlur Rahman<sup>1, 3</sup>  
Dr. Siddiqur Rahman<sup>2</sup>  
Prof. A. N. Rasheda<sup>3</sup>  
Prof. Rehman Sobhan<sup>1</sup>

Note: 1. Member Advisory Board  
2. Member Working Group  
3. Core reviewer  
4. Chapter contributor